তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন

তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন

অনুবাদ : পীযূষ দাশগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা ১২

বর্তমান পুস্তিকাটি গস্‌লিদিজ্‌দাৎ, মস্কো কর্তৃক ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত রুশ সংস্করণের মস্কো ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস্‌ পাবলিশিং হাউস্‌-কৃত ইংরেজি তর্জমা থেকে গৃহীত।

প্রকাশক : সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

মুদ্রক : শ্রীসন্তোষকুমার ধর
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দাম : নয় আনা

রুশ বিপ্লবের দর্পণ হিসেবে লিও তলস্তয়

একজন মহান শিল্পী—স্পষ্টতই যিনি বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হয়েছেন, স্পষ্টতই যিনি বিপ্লব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন—তাঁর নাম সেই বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত ও কৃত্রিম বলে মনে হতে পারে। বস্তুত, বাস্তবকে যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত না করলে সে বস্তুটিকে দর্পণ বলে অভিহিত করা যায় কি করে?

কিন্তু আমাদের বিপ্লব এক অতীব জটিল ব্যাপার। যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে এই বিপ্লবকে সংঘটিত করছেন এবং এতে অংশ গ্রহণ করছেন, তাঁদের মধ্যে এমন অনেক সামাজিক উপাদান রয়েছেন যাঁরা বুঝতে পারছেন না কি ঘটছে; ঘটনা-প্রবাহের ফলে যেসব সত্যকার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁদের সামনে এসে পড়ছে, তা থেকেও তাঁরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন। আর যে-শিল্পীর কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি, তিনি যদি বাস্তবিকই একজন মহান শিল্পী হন, তা হলে তাঁর রচনাবলীতে নিশ্চয়ই তিনি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির অন্তত কয়েকটি দিককেও প্রতিফলিত করবেন।

রাশিয়ার অনুমোদিত পত্রপত্রিকাগুলির পাতায় পাতায় আজ তলস্তয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধ, পত্র আর মন্তব্যের সমারোহ; কিন্তু রুশ বিপ্লবের প্রকৃতি ও প্রণোদক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনাবলীর বিশ্লেষণে তাদের আগ্রহ একান্তই নগণ্য। এই সব পত্রপত্রিকার প্রত্যেকটিই ন্যক্কারজনক ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ: ভণ্ডামি দু-ধরনের—সরকারী ও উদারপন্থী। প্রথম ধরনের ভণ্ডামি স্থূল।

গত কাল যাদের হুকুম করা হয়েছিল তলস্তয়কে শিকারের মত তাড়া করতে আর আজ হুকুম করা হয়েছে তলস্তয়কে দেশপ্রেমিক হিসেবে চিত্রিত করতে ও ইউরোপের কাছে কেতাদুরস্ত আদপ কায়দার নজির জাহির করতে—এ হল সেই ভাড়াটে কলমধারীদের ভণ্ডামি। এরা যে এই নোংরা কলম-চালনার জন্য টাকা পেয়েছে তা সকলেরই জানা; তাই এরা কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। ঢের বেশি সূক্ষ্ম আর সেই কারণেই ঢের বেশি ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হল উদারপন্থীদের ভণ্ডামি। 'রেচ' পত্রিকার বৈধ-গণতন্ত্রী ব্যালালাইকিনদের (১) কথা শুনলে মনে হবে তলস্তয়ের প্রতি তাদের সহানুভূতিতে এতটুকু ফাঁক নেই, অত্যন্ত আন্তরিক। আসলে কিন্তু এই "মহান ঈশ্বর-সন্ধানী" সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্যমূলক বাগাড়ম্বর আর জাঁকালো শব্দসম্ভার আদ্যোপান্ত মিথ্যা; কেননা রুশ উদারপন্থীরা তলস্তয়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, বর্তমান সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তলস্তয়ের সমালোচনা গ্রহণ করে না। তাদের নিজেদের রাজনৈতিক মূলধন বাড়াবার জন্যই, দেশ-জোড়া বিরুদ্ধতার নেতা হিসেবে নিজেদের জাহির করবার জন্যই একটা জনপ্রিয় নামের সঙ্গে তারা নিজেদের নাম যুক্ত করতে চায়। "তলস্তয়বাদ"-এর নিদারুণ স্ববিরোধগুলির কারণ কি এবং সেগুলি আমাদের বিপ্লবের কোন্ কোন্ ত্রুটি ও দুর্বলতার অভিব্যক্তি?—এই যে প্রশ্ন, তার সরল ও সুস্পষ্ট উত্তরের দাবি তারা **ডুবিয়ে** দিতে চায় জমকালো বাগাড়ম্বরের ঢক্কা-নিনাদে।

তলস্তয়ের রচনা, মতামত ও মতবাদের মধ্যে, তাঁর দর্শনের মধ্যে স্ববিরোধ বাস্তবিকই প্রচণ্ড। একদিকে আমরা পাই মহান শিল্পীকে, মনীষীকে—যিনি কেবল রুশ জীবন সম্পর্কেই অনবদ্য আলেখ্য অংকন করেননি, সেই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ

করেছেন প্রথম শ্রেণীর অবদানে। আর এক দিকে আমরা দেখি খ্রীষ্টের আবেশগ্রস্ত এক উদভ্রান্ত জমিদারকে। এক দিকে আমরা শুনি সামাজিক মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে তাঁর ঋজু, বলিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রতিবাদ; আবার অন্যদিকে আমাদের চোখে পড়ে "তলস্তয়বাদীকে"—রুশ বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত সেই পরিশ্রান্ত মৃগীরোগগ্রস্ত ছিঁচকাঁদুনেকে, যিনি সর্বসমক্ষে বুক চাপড়াচ্ছেন আর হাহাকার করছেন: "আমি এক ভয়ংকর দুরাচার পাপী; কিন্তু আমি এখন নৈতিক আত্মশুদ্ধিতে ব্রতী হয়েছি; আমি আর মাংস খাই না, আমি এখন ভাতের মণ্ড খাই।" এক দিকে আমরা শুনি পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধ নির্মম সমালোচনা, সরকারী হিংস্রতা, বিচার-প্রহসন ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ধিক্কার, ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতি এবং শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য, দুর্দশা, ও অধোগতির মধ্যকার গভীর স্ববিরোধের নগ্ন উদ্ঘাটন; আবার অন্যদিকে আমাদের কানে আসে হিংসার সাহায্যে "মন্দের প্রতিরোধ না করার" উন্মত্ত প্রচার। এক দিকে আমরা লক্ষ্য করি, বাস্তবতার প্রতি অত্যন্ত গভীর অনুভূতিবোধ, সমস্ত রকমের মুখোস ছিঁড়ে ফেলবার তৎপরতা; আবার অন্যদিকে প্রত্যক্ষ করি এই পৃথিবীর ঘৃণ্যতম বস্তুগুলির অন্যতম সেই ধর্ম নামধেয় বস্তুটির প্রচারকার্য; প্রত্যক্ষ করি, সরকার-নিয়োজিত যাজকবর্গের পরিবর্তে নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত যাজকবর্গ প্রবর্তনের অর্থাৎ সবচেয়ে সুসংস্কৃত এবং সেই কারণেই সবচেয়ে বিপজ্জনক যাজকতন্ত্র প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। সত্যিই:

"তুমি রিক্তা, তুমি ঋদ্ধা
তুমি বীর্যবতী, তুমি বন্ধ্যা
হে মাতা রাশিয়া!" (২)

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত স্ববিরোধের জন্যই সম্ভবত তলস্তয় না বুঝতে পেরেছেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে তার ভূমিকা, না বুঝতে পেরেছেন রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য। কিন্তু তলস্তয়ের মতামত ও মতবাদে এই যে স্ববিরোধ তা আকস্মিক নয়; ঊনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে রুশ জীবনে যেসব স্ববিরোধ ছিল এ তারই প্রতিফলন। সবে মাত্র ভূমিদাসব্যবস্থা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত পিতৃতান্ত্রিক গ্রামাঞ্চলকে আক্ষরিক অর্থেই তুলে দেওয়া হয়েছিল লোভাতুর মূলধন আর তহশীলদারদের পীড়ন ও লুণ্ঠনের মুখে। কৃষক-অর্থনীতি ও কৃষক-জীবনের যে ভিত্তি বহু শতাব্দী ধরে গ্রামাঞ্চলকে ধরে রেখেছিল, সেই প্রাচীন ভিত্তিকে লুপ্ত করে দেওয়া হল অভূতপূর্ব ক্ষিপ্রতায়। আর এই কারণেই তলস্তয়ের মতামতে যে সমস্ত স্ববিরোধ, আজকের দিনের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার করা উচিত নয় (অবশ্য এই ধরনের বিচারেরও প্রয়োজন আছে, তবে তা-ই যথেষ্ট নয়); বিচার করা উচিত প্রত্যাসন্ন পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের সর্বনাশ ও জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পিতৃতান্ত্রিক গ্রামাঞ্চলের প্রতিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। মানবমুক্তির নতুন পন্থার পথ-নির্দেশক পয়গম্বর হিসেবে তলস্তয়ের ভূমিকা হাস্যকর। আর এই কারণেই তার মতবাদের যে-অংশ সবচেয়ে দুর্বল ঠিক সেই অংশটিকেই আপ্তবাক্যে পরিণত করবার চেষ্টা যেসব রুশ ও বিদেশী "তলস্তয়বাদীরা" করছেন তাঁরা একান্তই করুণাস্পদ। বুর্জোয়া বিপ্লব যখন রাশিয়ায় এগিয়ে আসছিল তখন কোটি কোটি রুশ কৃষকের মনে যেসব ধ্যানধারণা রূপ পরিগ্রহ করছিল, তারই মুখপাত্র হিসেবে তলস্তয় মহান্। কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব হিসেবে আমাদের বিপ্লবের যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মতামত সামগ্রিকভাবে সেগুলিরই প্রতিফলন, তাই তলস্তয় মৌলিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের বিপ্লবে কৃষক-

সমাজকে যেসব স্ববিরোধী অবস্থার মধ্যে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল, তলস্তয়ের মতামত তারই প্রতিফলন। একদিকে কয়েক শতকের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার এবং কয়েক দশকের সংস্কার-পরবর্তী যুগের (৩) ক্ষিপ্রগতি ধ্বংসকাণ্ড জমিয়ে তুলেছিল ঘৃণা, ক্রোধ আর বেপরোয়া সংকল্পের পাহাড়। সরকারী গির্জা, জমিদারশ্রেণী ও জমিদার-সরকারের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন, সমস্ত পুরনো ধরনের ভূমির মালিকানা ও বিলিব্যবস্থার ধ্বংস সাধন, পুলিসী শ্রেণীরাষ্ট্রের পরিবর্তে স্বাধীন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন ক্ষুদ্র কৃষকদের সমাজ সংস্থাপনের প্রাথমিক প্রস্তুতির সক্রিয় আকুতি—আমাদের বিপ্লবে কৃষকসমাজ যতগুলি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করেছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে এই সক্রিয় আকুতি। অবাস্তব "খ্রীষ্টীয় নৈরাজ্যবাদের" সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে তলস্তয়ের "মতবাদ" সম্পর্কে মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত করা হয় কিন্তু তার তুলনায় কৃষকদের এই সক্রিয় আকুতির সঙ্গেই যে তলস্তয়ের সাহিত্যের ভাবাদর্শগত অন্তর্বস্তুর ঢের বেশি সঙ্গতি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অন্যদিকে সমাজ-সম্পর্কের নতুন ব্যবস্থার জন্য যে কৃষকসমাজ সংগ্রাম করছিল, সেই সমাজ-সম্পর্ক কোন্ ধরনের হবে, নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্য কোন্ ধরনের সংগ্রাম তাদের করতে হবে, সেই সংগ্রামে কোন্ ধরনের নেতাদের ওপরে ভরসা রাখতে হবে, কৃষক-বিপ্লব সম্পর্কে বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা কোন ধরনের মনোভাব পোষণ করে, জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য বলপূর্বক জারতন্ত্রের উচ্ছেদ কেন অবশ্য-কর্তব্য—সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল বালসুলভ, পিতৃতান্ত্রিক এবং ধর্ম-প্রভাবিত। গোটা অতীত ইতিহাস তাদের শিখিয়েছিল জমিদারদের ঘৃণা করতে, রাজকর্মচারীদের ঘৃণা করতে; কিন্তু এসব

সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে ইতিহাস তাদের সেকথা শেখায়নি, শেখাতে পারেনি। আমাদের বিপ্লবে কৃষক-সমাজের সামান্য অংশই কার্যত সংগ্রাম করেছিল, এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল এবং এক অতি সামান্য অংশই শত্রু-নিধনের জন্যে, জারের দাস ও জমিদারদের রক্ষকদের ধ্বংস সাধনের জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল। কৃষকসমাজের ব্যাপক অংশ কেবল কেঁদেছিল আর প্রার্থনা করেছিল, নীতি আউড়েছিল আর স্বপ্ন দেখেছিল, আবেদন লিখেছিল আর "উকিল" পাঠিয়েছিল—তলস্তয়ের মনোভাব যেমন, ঠিক তেমনটি। এবং এমন সব ক্ষেত্রে যা ঘটে এখানেও তাই ঘটেছিল—রাজনীতির প্রতি এই তলস্তয়বাদী বিরূপতা, রাজনীতি সম্পর্কে এই তলস্তয়বাদী বিরাগ, রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ ও উপলব্ধির এই অভাবের দরুণ সামান্য অংশই শ্রেণী সচেতন বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীকে অনুসরণ করেছিল আর বাকি ব্যাপক অংশই নীতিহীন, নীচাশয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের শিকারে পরিণত হয়েছিল; 'বৈধ গণতন্ত্রী' (৪) নামধারী এইসব বুর্জোয়া ক্রুদোভিকির (৫) বৈঠক থেকে স্তলিপিনের খিড়কি-ঘরে ছুটোছুটি করছিল এবং যে পর্যন্ত সামরিক বুটজুতোর লাথি খেয়ে সেখান থেকে ছিটকে না পড়েছিল সে-পর্যন্ত অনুনয়-বিনয় করছিল, দর কষাকষি করছিল, মিটমাট করছিল, এবং মিটমাট করার হলপ করছিল। তলস্তয়ের ধ্যান-ধারণা আমাদের কৃষক-বিপ্লবের এইসব দৈন্য ও দুর্বলতার প্রতিফলন, পিতৃতান্ত্রিক পল্লী-অঞ্চলের শ্লথ মনোভাব ও "মিতব্যয়ী মুঝিকের" নীরন্ধ্র কাপুরুষতার প্রতিফলন।

১৯০৫ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীতে যে-সব বিদ্রোহ হয় সেগুলির কথাই ধরা যাক। আমাদের বিপ্লবে যারা অংশ নিয়েছিল সামাজিক গঠনের দিক থেকে তারা ছিল অংশত কৃষক, অংশত সর্বহারা। সর্বহারা ছিল সংখ্যাল্প; এইজন্যই সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে এই অভ্যুত্থানে

আমরা তেমন কোন দেশ-জোড়া সংহতি বা দলীয়-চেতনা দেখিনি যেমনটা দেখেছি সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে ;—তারা যেন কেবল অঙ্গুলি-নির্দেশেই সোশ্যাল ডিমোক্রাটে রূপান্তরিত হয়ে গেল। অন্যদিকে যদি এমন ধারণা হয়ে থাকে যে উর্ধ্বতন রাজপুরুষরা পরিচালনা করেনি বলেই সশস্ত্রবাহিনীর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল তা হবে একেবারে ভ্রান্ত। বরং "জনমত দল"-এর (৬) যুগ থেকে এ পর্যন্ত আমাদের বিপ্লবে যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে তা ঠিক এইজন্যেই যে "নির্বোধ জানোয়ারেরা" স্ব-নির্ভর হয়ে তাদের উর্ধ্বতন রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল ;—আর তাদের এই স্বনির্ভরতাই উদারপন্থী জমিদার আর উদারপন্থী রাজ-পুরুষদের মনে দারুণ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। সাধারণ সৈন্য কৃষকদের দাবির প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি দেখাত ; জমির কথা শুনলেই তার চোখ চকচক করে উঠত। এমন অনেক সময় এসেছে যখন কর্তৃত্ব চলে গিয়েছে সাধারণ সৈন্যদের হাতে ; কিন্তু দৃঢ়হস্তে কর্তৃত্ব প্রয়োগে তারা কদাচিৎ সক্ষম হয়েছে ; তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ; কয়েকদিন পরে বা কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা পরে কোন ঘৃণিত রাজপুরুষের হত্যাকার্য সমাধা হলেই তারা বাকি রাজপুরুষদের মুক্তি দিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। তারপরে বিদ্রোহী সৈন্যদের কারো কারো হয়েছে প্রাণদণ্ড আর বাকিদের ঘাড় পেতে নিতে হয়েছে পুরনো জোয়াল—ঠিক তলস্তয়ের মনোভাবেরই অনুরূপ।

তলস্তয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রচণ্ড ঘৃণা, উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য পরিণত মনের ব্যগ্রতা, অতীত থেকে মুক্তি পাবার 'কামনা—আর সেই সঙ্গেই আবার অপরিণত মনের স্বপ্নবিলাস, রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও বৈপ্লবিক শৈথিল্য। ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে দুয়েরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী

অভ্যুত্থান এবং সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুতির অভাব, মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করবার তলস্তয়ী মনোভাব—যে মনোভাব প্রথম বৈপ্লবিক অভিযানের পরাজয়ের জন্য অতি গুরুতরভাবে দায়ী।

কথায় বলে, বিপর্যস্ত সৈন্যবাহিনীর অভিজ্ঞতা মূল্যবান। অবশ্য সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবী শ্রেণীগুলির তুলনা খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই করা যায়। সামন্ততান্ত্রিক জমিদার আর তাদের সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ লক্ষ লক্ষ কৃষক যে-যে অবস্থার দরুন বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে সেই সেই অবস্থা প্রতি ঘণ্টায় বদলে যাচ্ছে এবং আরও তীব্র হয়ে উঠছে। কৃষকদের নিজেদের মধ্যেও বিনিময়-ব্যবস্থা, বাজারের নিয়ম ও অর্থের ক্ষমতার বিকাশ ও বৃদ্ধির ফলে প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ও পিতৃতান্ত্রিক তলস্তয়ী মতবাদ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের প্রথম বছরগুলি থেকে, জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রথম বিপর্যয়গুলি থেকে একটা লাভ যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। জনগণের শ্লথ শিথিল মনোভাব চরম আঘাত খেয়েছে। ভেদাভেদের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্তলিপিনের শিক্ষার হাতুড়ির ঘায়ে এবং বিপ্লবী সোশ্যাল-ডিমোক্রাটদের অবিচল ও ধারাবাহিক আন্দোলনের কল্যাণে শুধু সমাজতান্ত্রিক সর্বহারাশ্রেণীর মধ্য থেকেই নয় গণতান্ত্রিক কৃষক-জনতার মধ্য থেকেও ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় ইস্পাত-দৃঢ় সংগ্রামীরা অনিবার্যভাবে সামনে এগিয়ে আসবে; তলস্তয়বাদের ঐতিহাসিক পাপের শিকার হবার মত লোক এদের মধ্যে ক্রমেই আরো আরো কমে আসবে।

প্রোলেতারি ঃ ৩৫ সংখ্যা
১১ই (২৪শে) সেপ্টেম্বর, ১৯০৮

এল. এন. তলস্তয়

লিও তলস্তয়ের মৃত্যু হয়েছে। শিল্পী হিসেবে তাঁর বিশ্ব-তাৎপর্য এবং দার্শনিক ও প্রচারক হিসেবে তাঁর বিশ্ব-বিশ্রুতি রুশ বিপ্লবের বিশ্ব-তাৎপর্যকে প্রতিফলিত করে।

ভূমিদাস-প্রথার আমলেই মহান শিল্পী হিসেবে তলস্তয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। অর্ধশতকেরও দীর্ঘতর সাহিত্যিক জীবনে তিনি যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী রচনা করেন তাতে তিনি চিত্রিত করেন প্রধানত প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার চিত্র—১৮৬১ সালের পরেও যে রাশিয়া ছিল অর্ধ-ভূমিদাস-ব্যবস্থার অবস্থায়। রাশিয়ার ঐতিহাসিক জীবনের এই যুগকে আঁকতে গিয়ে তিনি এমন সব বৃহৎ সমস্যা উত্থাপন করতে পেরেছিলেন, শিল্প-সার্থকতার এমন উচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছিলেন যে তাঁর গ্রন্থগুলি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রথম সারিতে স্থান পায়। সামন্ত ভূস্বামীদের পীড়ন-জর্জর একটি দেশের বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্ব তলস্তয়েরই প্রতিভার আলোকে আলোকিত হয়ে সমগ্র মানবজাতির শিল্পসাধনায় একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শিল্পী তলস্তয় রাশিয়ার মানুষের এক নগণ্য অংশের কাছেই পরিচিত। যাতে তাঁর মহান সাহিত্যকৃতি সকলের অধিগম্য হয়, তার জন্য প্রয়োজন সংগ্রামের, সংগ্রাম সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে অজ্ঞতা, অত্যাচার, দাস-শ্রম ও দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট করছে।

জমিদার ও পুঁজিদারদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জনসাধারণ যখন

মানুষের মত বাঁচার অবস্থা সৃষ্টি করবে, তখন তলস্তয়ের উপন্যাস তারা পড়বে, সমাদর করবে; কিন্তু তলস্তয় নিছক উপন্যাসই রচনা করেননি, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্পেষণে যারা নিষ্পেষিত হচ্ছে সেই ব্যাপক জনসাধারণের মনের ভাষাকে ব্যক্ত করতে, তাদের অবস্থা চিত্রিত করতে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও রোষকে ভাষা দিতে তিনি অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৬১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত যে যুগ, সে যুগের মানুষ তলস্তয়; শিল্পী হিসেবে, দার্শনিক হিসেবে, প্রচারক হিসেবে তলস্তয় তাঁর গ্রন্থাবলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রথম রুশ বিপ্লবের সমগ্রতাকে—তার শক্তিকে, তার দুর্বলতাকে।

আমাদের বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে যে-যুগে পুঁজিতন্ত্র সারা জগতে অত্যন্ত উন্নত স্তরে বিকাশ লাভ করেছে এবং রাশিয়াতেও আপেক্ষিক ভাবে উন্নত স্তরে বিকশিত হয়েছে, সেই যুগে এই বিপ্লব ছিল **কৃষক** বুর্জোয়া বিপ্লব। বুর্জোয়া বিপ্লব, কেননা এর আশু লক্ষ্য ছিল জার-স্বৈরতন্ত্রের, জার-রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন এবং সামন্ততন্ত্রের বিলোপ সাধন; কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ বা বিলোপ সাধন নয়। বিশেষ করে কৃষকশ্রেণী এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটি সম্পর্কে সচেতন ছিল না, এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটি কোথায় একেবারে আশু ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য থেকে পৃথক, তা তারা বুঝতে পারে নি। আবার এ ছিল **কৃষক** বুর্জোয়া বিপ্লব, কেননা বাস্তব পরিস্থিতি কৃষক-জীবনের মূলগত অবস্থা পরিবর্তন করার, পুরনো মধ্যযুগীয় ভূস্বামী ব্যবস্থা চূর্ণ করার, "পুঁজিতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার" প্রশ্নকে সামনে এনে হাজির করেছিল; বাস্তব পরিস্থিতি কৃষক-জনতাকে ঠেলে দিয়েছিল মোটামুটি ভাবে স্বাধীন কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক ভূমিকায়।

যথার্থ অর্থে এই কৃষক গণ-আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতাকেই,

বিশালতা ও সীমাবদ্ধতাকেই তলস্তয় তাঁর রচনাবলীতে প্রকাশ করছেন। শত শত বছরের ভূমিদাসত্ব, আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার ও দস্যুবৃত্তি, গীর্জার জেস্যুটবাদ, প্রবঞ্চনা ও শঠতা কৃষক-সমাজের মধ্যে জমিয়ে তুলেছিল পাহাড়-পরিমাণ ক্রোধ আর ঘৃণা ; রাষ্ট্রের ও পুলিসতন্ত্রী গীর্জার বিরুদ্ধে তলস্তয়ের যে আন্তরিক, আবেগপূর্ণ ও অনেক সময়ে নির্মম ভাবে তীব্র প্রতিবাদ তা এই আদিম কৃষক গণতন্ত্রের মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। জমিদারের জমিদারী এবং সরকারী "বরাদ্দ"—এই দুই ধরনেরই পুরনো, মধ্যযুগীয়, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা দেশের অগ্রগতির পথে যখন হয়ে উঠেছে অসহ্য প্রতিবন্ধক, পুরনো ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাকে নিঃশেষে ও নির্মম ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যখন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য, তখন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্কে তলস্তয়ের অবিচল বিরোধিতা কৃষক জনগণের মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। পল্লী-জীবনের সমস্ত ভিত্তিকে চুরমার করে দিয়ে, "আদিম সঞ্চয়ের যুগের" সমস্ত অভিশাপ যেমন অভূতপূর্ব ধ্বংস, দারিদ্র্য, অনশনমৃত্যু, অধঃপতন, বেশ্যাবৃত্তি ও সিফিলিস—কুপন মহোদয়ের (৭) উদ্ভাবিত সর্বাধুনিক লুণ্ঠন-পদ্ধতিগুলির দরুণ রাশিয়ার মাটিতে যেগুলির তীব্রতা শত-গুণ বেশি—সেই অভিশাপ-গুলিকে সঙ্গে করে এনে শহরের কোথাও থেকে বা বাইরের কোথাও থেকে যে নতুন অদৃশ্য ও রহস্যময় এক শত্রুর প্রাদুর্ভাব হল তার সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক কৃষকের যে আতঙ্ক সেই আতঙ্কেরই সামগ্রিক অভিব্যক্তি হল পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে তলস্তয়ের অবিরাম ধিক্কার ; এই ধিক্কার উৎসারিত হয়েছিল তাঁর অন্তরতম অনুভূতি থেকে, তাঁর প্রচণ্ডতম রোষ থেকে।

কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে এই সংকটের কারণগুলি কি, রাশিয়া-গ্রাসী এই সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ কোথায়—তা বুঝবার অক্ষমতাও

এই ঐকান্তিক প্রতিবাদীর, জ্বালাময় ধিক্কারকারীর, মহান সমালোচকের রচনাবলীতে প্রকট ; এই অক্ষমতা পিতৃতান্ত্রিক, সরলমতি কৃষকেরই বৈশিষ্ট্য, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লেখকের বৈশিষ্ট্য নয়। তলস্তয়ের কাছে সামন্ততান্ত্রিক ও পুলিসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিণত হল রাজনীতির প্রতি বিমুখতায়, পরিণত হল "মন্দের প্রতিরোধ না করার" মতবাদে, পরিণত হল ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালের গণ-সংগ্রাম থেকে তাঁর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতায়। সরকারী গীর্জার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে তিনি যুক্ত করলেন এক নতুন ও বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচারের সঙ্গে অর্থাৎ নিপীড়িত জনগণের মধ্যে এক নতুন সুসংস্কৃত ও আরো সূক্ষ্ম বিষ প্রচারের সঙ্গে। জমির ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে তাঁর যে প্রতিবাদ, তা তাঁকে আসল শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থাৎ জমিদারতন্ত্র এবং তার ক্ষমতার রাজনৈতিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করতে উদ্বুদ্ধ করল না। উদ্বুদ্ধ করল ভাবালু, ধোঁয়াটে ও নিষ্ফল স্বপ্নবিলাসে। পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পুঁজিতন্ত্র জনগণের যে দুর্গতি ঘটিয়েছে তার বিরুদ্ধে তাঁর ধিক্কারকে তিনি যুক্ত করলেন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্বজোড়া মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি উদাসীনতার সঙ্গে।

তলস্তয়ের মতামতে যে সব স্ববিরোধ তা শুধু তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার স্ববিরোধ নয় ; এই সব স্ববিরোধ সেই চরম জটিল ও স্ববিরোধী অবস্থা, সামাজিক প্রভাব ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারেরই প্রতিফলন, যা সংস্কার-**পরবর্তী** কিন্তু বিপ্লব-**পূর্ববর্তী** রুশসমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মানস-গঠনকে গড়ে তুলেছিল।

কাজেই কাজেই তলস্তয়ের সঠিক মূল্যায়ন কেবল সেই শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকেই করা যায়, যে-শ্রেণী বিপ্লবের সময়ে নিজের রাজ-

নৈতিক ভূমিকার দ্বারা এবং এই সব স্ববিরোধের প্রথম উদ্ঘাটনের সময়ে সংগ্রামের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে জনগণের স্বাধীনতা ও শোষণ-মুক্তির সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেওয়াই তার ব্রত, প্রমাণ করে দিয়েছিল গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের (কৃষক গণতন্ত্র সমেত) সংকীর্ণতা ও অসংগতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম-পরিচালনায় তার সক্ষমতা; হ্যাঁ, একমাত্র সোশ্যাল ডিমোক্রাট সর্বহারার দৃষ্টিকোণ থেকেই তলস্তয়ের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব।

সরকারী পত্রিকাগুলিতে যে-ধরনের মূল্যায়ন করা হয়েছে তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা সেই "মহান্ লেখকের" জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার "পবিত্র যাজক-সংস্থার" পক্ষ সমর্থন করছে। অথচ এই "পবিত্র পিতারা" এই মাত্র একটা অসাধারণ ঘৃণ্য ও জঘন্য কৌশল খেলে এসেছে; জনসাধারণকে বোকা বানানর জন্য, তলস্তয় "অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন" একথা প্রচার করার জন্য তারা মুমূর্ষু এক ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে পুরোহিতদের পাঠিয়েছে। "পবিত্র যাজক-সংস্থা" তলস্তয়কে সমাজচ্যুত করেছিল। আরো ভালো। আলপাকার আলখাল্লা পরা এই সব সরকারী কর্মচারী, খ্রীষ্টের ধ্বজাধারী এই সব দুরাচার, ধর্মসভার এই সব কুৎসিত বিচার-ব্যাভিচারী —যারা ইহুদী-বিরোধী তাণ্ডব-অভিযান এবং জারের ব্ল্যাক হান্‌ড্রেড গুণ্ডাবাহিনীর অন্যান্য অপকর্মের প্ররোচনা দাতা—শেষ বিচারের দিনে যখন এরা জনগণের বিচার সভায় দাঁড়াবে তখন তলস্তয় সম্পর্কে তাদের এই ঘৃণ্য ও জঘন্য কৌশলটাও বিবেচনা করা হবে।

উদারপন্থী পত্রিকাগুলিতে তলস্তয় সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে "সভ্য মানবের কণ্ঠস্বর" "বিশ্বের সর্বজনীন অভিমত" "সত্য ও ধর্মের ধ্যানধারণা" প্রভৃতি

অত্যন্ত বাসি, সরকারী-উদারপন্থী ও নিছক পুঁথিগত শব্দসম্ভার ব্যবহার করছে—ঠিক যেজন্যে তলস্তয় এত তীক্ষ্ণভাবে বুর্জোয়া বিদ্যাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, এবং সঠিকভাবেই দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে, গীর্জা সম্পর্কে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে, পুঁজিতন্ত্র সম্পর্কে তলস্তয়ের যে মতামত তা তারা খোলাখুলি আলোচনা করতে **অক্ষম** ; এই অক্ষমতা সরকারী সেন্সর ব্যবস্থার জন্য নয় ; বরং সেন্সর ব্যবস্থা তাদের অসুবিধা থেকে ত্রাণ পেতে সাহায্যই করে থাকে ! তারা এ সবের আলোচনা করতে অক্ষম, কেননা তলস্তয়ের সমালোচনার প্রত্যেকটি প্রতিপাদ্য বুর্জোয়া-উদারতাবাদের গালে এক একটি করে চপেটাঘাত। তারা এসবের আলোচনা করতে অক্ষম, কেননা আজকের দিনের সবচেয়ে জ্বলন্ত, সবচেয়ে কঠিন যে সমস্যা তলস্তয় তা এমন নির্ভয়ে, প্রকাশ্যে ও নির্মম তীব্রতা সহকারে **উপস্থিত করেছেন**, যে তা স্বতঃই আমাদের উদার-পন্থী এবং উদারপন্থী-নারদনিক সাংবাদিকতার বাছাই-করা শব্দসম্ভার, পুঁথিগত শব্দঝংকার এবং গা-বাঁচানো "সভ্য" মিথ্যাচারের স্বরূপ **নগ্নভাবে উদ্ঘাটন** করে দেয়। উদারপন্থীরা দারুণভাবে তলস্তয়কে সমর্থন করে। দারুণভাবে যাজক-সংস্থার বিরোধিতা করে—কিন্তু সেই সঙ্গে তারা ভেকিবাদীদের (৮) সমর্থন করে ; ভেকিবাদীদের সঙ্গে "বিরোধ করা চলে" কিন্তু তাদের সঙ্গে **"অবশ্যই"** এক পার্টিতে থাকতে হবে, "অবশ্যই" সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হবে। এবং তবুও ভেকিবাদীরা এ্যান্টোনিও অব বলিনিয়ার (৯) আশীর্বাদ পেয়ে থাকে।

উদারপন্থীরা এই ধারণাটাকে সামনে এনে হাজির করছে যে তলস্তয় ছিলেন "মহান বিবেক"। "নোবোয়ে ব্রেমায়া" (১০) পত্রিকা এবং তাদের মত বাকি সবাইও সহস্র কণ্ঠে এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করছে।

কিন্তু কথাটি কি একেবারেই ফাঁকা নয়? গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে সব **বাস্তব** সমস্যা তলস্তয় উত্থাপন করেছিলেন, এ কথার ফাঁকে সেসব এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে না কি? যা তলস্তয়ের যুক্তিকে প্রকাশ না করে তাঁর কুসংস্কারকেই প্রকাশ করে, যা তাঁর ভবিষ্যতের নির্দেশক নয় বরং অতীতের ধ্বংসাবশেষ, যা সমস্ত শ্রেণী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বালাময় প্রতিবাদকে ধ্বনিত করে না কিন্তুতার রাজনীতির প্রতি বিরাগ ও নৈতিক আত্মশুদ্ধির প্রচারকে ব্যক্ত করে—এই কথাটি কি তাকেই সামনে এনে হাজির করছে না?

তলস্তয় আর সেই বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়া—যার দুর্বলতা ও বন্ধ্যাত্ব সেই শিল্পী-প্রতিভার দর্শনে ব্যক্ত, রচনায় চিত্রিত—তাও অতীতে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু যে উত্তরাধিকার তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অতীতে লীন হবার নয়, যা ভবিষ্যতের সামগ্রী। রাশিয়ার সর্বহারারা সেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে এবং তার ওপরে কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, গীর্জার বিরুদ্ধে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে তলস্তয় যে সমালোচনা করে গেছেন তারা তার তাৎপর্য শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করবে। ব্যাখ্যা করবে এই উদ্দেশ্যে নয় যে জনগণ আত্মশুদ্ধিতে ব্রতী হোক, পুণ্যব্রত জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলুক; ব্যাখ্যা করবে এই উদ্দেশ্যে যে তারা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে নতুন করে আঘাত করবার জন্য উদ্যত হোক;—১৯০৫ সালে জারতন্ত্র কেবল সামান্য কেঁপে উঠেছিল কিন্তু এবারে তাকে সম্পূর্ণ রূপে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে তলস্তয় যে সমালোচনা করে গেছেন, রাশিয়ার সর্বহারারা তা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করবে। ব্যাখ্যা করবে এই উদ্দেশ্যে নয় যে পুঁজি ও অর্থশক্তিকে অভিশাপ জানিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকুক; ব্যাখ্যা করবে এই উদ্দেশ্যে যে তারা

তাদের জীবনের ও সংগ্রামের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে পুঁজিতন্ত্রের কৃৎকৌশল-গত সামাজিক সাফল্যের ওপরে দাঁড়াতে শিখুক, সমাজতান্ত্রিক সৈনিকের এমন একটি সুসংবদ্ধ কোটিশীর্ষ বাহিনীতে পরিণত হতে শিখুক যে বাহিনী পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করবে, নতুন এক সমাজ সৃষ্টি করবে, যে সমাজে জনগণের দারিদ্র্য থাকবে না, মানুষের হাতে মানুষের শোষণ থাকবে না।

সোৎসিয়াল দিমোক্রাত, ১৮ সংখ্যা

১৬ই (২৯শে) নভেম্বর, ১৯১০।

স্রোতের গতি ঘুরলো কি ?

সেণ্ট পিটাসবুর্গ ও মস্কোর ১২ই নভেম্বরের পত্রিকা যখন আমাদের হাতে এল, তখন বর্তমান সংখ্যার প্রুফপৃষ্ঠা তৈরি হয়ে গেছে। অনুমোদিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ যত সামান্যই হোক না কেন, তবুও তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেকগুলি শহরে ছাত্রদের সভা, বিক্ষোভ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেগুলি থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা হয়েছে। এমন কি যে 'রুশকিয়ে ভেদমস্তি' (১১) একেবারে খাঁটি অক্টোবরী ঢং-এ আচরণ করেছে, তার বিবরণী অনুসারেও সেণ্ট পিটাসবুর্গের ১১ই নভেম্বরের বিক্ষোভে 'নেভস্কি প্রস্পেক্ট'-এ **কম পক্ষে ১০০০০ মানুষ** সমবেত হয়েছিল। ঐ পত্রিকার বিবরণীতেই প্রকাশ 'পিটাসবুর্গ সাইড'-এ "জন ভবনের কাছে, অনেক শ্রমিক মিছিলে যোগ দেয়। তুচকভ পুলের মুখে মিছিলটি দাঁড়ায়। পুলিসবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। মুখে গান ও হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে জনতা 'বলশয় প্রস্পেক্ট'-এ উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পুলিস মিছিলটি ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়।"

বলা বাহুল্য, পুলিস ও সৈন্যরা খাঁটি নীল রুশীয় কায়দায়ই আচরণ করছিল।

এই গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের পর্যালোচনা আমরা আগামী সংখ্যার জন্য স্থগিত রাখলাম ; কিন্তু এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রতি বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দলের মনোভাব সম্পর্কে কিছু না বলে থাকতে পারছি না।

রুশকিয়ে ভেদমস্তির ১১ নং সংখ্যায়, এই মর্মে একটি মিথ্যা সংবাদ বের হয় যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়েছে; ১২ নং সংখ্যায় বের হয় সোশ্যাল ডিমোক্রাটরা এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেননি, এমন কি তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন, একমাত্র ক্রুদোভিকি তাদের প্রস্তাবে বিক্ষোভ-প্রদর্শনকে বাধা দেওয়া অসম্ভব বলে বিবেচনা করছে। আমরা নিঃসন্দেহ যে আমাদের সোশ্যাল-ডিমোক্রাটিক প্রতিনিধিদের পক্ষে কুৎসাজনক এই যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা মিথ্যা। বিক্ষোভ-প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে আগের দিনের সংখ্যায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত এটিও তারই মত রুশকিয়ে ভেদমস্তির একটি অভিসন্ধিমূলক উদ্ভাবন। ১২ তারিখের 'গোলোস মস্কোভি'-তে (১২) প্রকাশ "সোশ্যাল ডিমোক্রাটরা বাদে বাকি সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছাত্রদের মিছিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।"

"বিক্ষোভ সংগঠনের পেছনে যে সব যন্ত্র কাজ করছে সেগুলিকে পরিচালনা করা হচ্ছে তৌরিদা প্রাসাদ (১৩) থেকে"—দক্ষিণপন্থীদের এই একেবারে আজগুবি ও হাস্যকর চিৎকারের ফলে সন্ত্রস্ত হয়েই যে বৈধ গণ-তন্ত্রী ও অক্টোবরপন্থীদের মুখপত্রগুলি সুচিন্তিত ভাবেই "সত্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে", তা স্পষ্ট।

বৈধ গণতন্ত্রীদের আচরণ যে অশোভন হয়েছে তা একটি বাস্তব ঘটনা। ১১ তারিখের, অর্থাৎ বিক্ষোভ প্রদর্শনের তারিখের সংখ্যার, রেচ পত্রিকায় বৈধ গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের একটি আবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। এই আবেদন এবং রেচ পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধে উক্ত আবেদনের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে তা সত্যিই জঘন্য···এই শোকের দিনগুলিকে "কলংকিত করো না", বিক্ষোভ সংগঠন

এবং তলস্তয়ের স্মৃতির সঙ্গে তার যোগসাধন মানেই হল "তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার অভাব প্রদর্শন" !! এবং এই ধরনের আরো অনেক মন্তব্য—সবই অক্টোবরী ঢংয়ে। ('গোলোস মস্কোভি'র ১১ তারিখের প্রধান প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, সেখানেও ঠিক এই কথাগুলিরই প্রায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।)

সুখের বিষয়, গণতন্ত্রের রথকে বিকল করবার জন্য বৈধ গণতন্ত্রীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন সংঘটিত হয়েছিল। এবং যদিও পুলিস মুখপত্র 'রোশিয়া' সব কিছুর জন্যই বৈধ গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে চলেছে, এমনকি তাদের আবেদনের মধ্যে পর্যন্ত "প্ররোচনা" আবিষ্কার করেছে, তা হলেও, গোলোস মস্কোভির মতে, ডুমায় অক্টোবরপন্থী ও চরম দক্ষিণপন্থী (শুলগিন) উভয়েই বৈধ-গণতন্ত্রীদের সত্যিকার গুণগুলি তারিফ করেছে, তারা বলেছে যে বৈধ-গণতন্ত্রীরা "বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিরোধী" ছিল।

যদি বৈধ গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বে রাশিয়ার মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয় তবে তার ভবিষ্যৎ যে **অন্ধকার** এ সত্য যে এখনও উপলব্ধি করেনি, বৈধ গণতন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে যে এখনও নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম, আজকের দিনের রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে, ১১ই নবেম্বরের বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে সে বারবার শিক্ষা গ্রহণ করুক।

গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের প্রথম সূচনা বৈধ গণতন্ত্রীদের জঘন্যতারও সূচনা।

প্রসঙ্গত গোলোস মস্কোভির সংবাদটি উল্লেখযোগ্য : ১৪ তারিখে বিরাট এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তাব শ্রমিকরা ছাত্রদের কাছে করেছে। সম্ভবত সংবাদটি সত্য। প্যারিসের আজকের [১৫ই (২৮শে নবেম্বর)]

পত্রিকাগুলি খবর দিয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়ন ব্যুরোর তেরজন সদস্যকে একটি শ্রমিক বিক্ষোভ সংগঠিত করার চেষ্টার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোৎসিয়াল দিমোক্রাত, ১৮ সংখ্যা

১৬ই (২৯শে) নভেম্বর, ১৯২০।

এল এন তলস্তয় ও বর্তমান শ্রমিক আন্দোলন

এল এন তলস্তয়ের মৃত্যুসংবাদ এর মধ্যেই রাশিয়ার প্রায় সব কটি বড় শহরের শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যিনি এমন সব উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করেছেন যেগুলি তাঁকে বিশ্বের মহান লেখকদের মধ্যে অধিষ্ঠিত করেছে, সেই লেখকের প্রতি এবং যিনি বিপুল শক্তি, সংকল্প ও আন্তরিকতা সহকারে এমন কতকগুলি প্রশ্ন **তুলে ধরেছেন** যেগুলি বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই দার্শনিকের প্রতি তাদের মনোভাবও তাঁরা কোন না কোন ভাবে প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ডুমার (১৪) শ্রমিক প্রতিনিধিদের যে পত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে মোটামুটিভাবে শ্রমিকদের এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এল এন তলস্তয় যখন তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন, তখনও পর্যন্ত ভূমিদাস-ব্যবস্থা বজায় ছিল, অবশ্য তখন তা ছিল তার অন্তিম অবস্থায়। ১৮৬১ থেকে ১৯০৫—রাশিয়ার ইতিহাসের এই দুটি যুগান্তকারী পর্যায়ের মধ্যবর্তী কালেই প্রধানত তলস্তয় তাঁর সাহিত্যকৃতি রচনা করেন। এই যুগে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক (বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের) ও সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভূমিদাসতন্ত্রের জের, তার প্রত্যক্ষ অবশেষগুলি অনুপ্রবিষ্ট ছিল। আবার ঠিক এই যুগেই ঘটেছিল নীচু থেকে পুঁজিতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ এবং উঁচু থেকে তার অগ্রগতির আয়োজন।

কি কি ভাবে ভূমিদাস-প্রথার অবশেষগুলি প্রকট হয়ে উঠত?

সবে চেয়ে বেশি করে এবং সব চেয়ে স্পষ্ট করে প্রকট হয়ে উঠত এই ব্যাপারে যে কৃষি-প্রধান দেশ এই রাশিয়ায় কৃষিকর্ম ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত কৃষকদের হাতে। ১৮৬১ সালে জমিদারদের স্বার্থে ভূমিদাসদের বরাদ্দ জমি হ্রাস করা হয়; সেই প্রাক্তন ভূমিদাস-ব্যবস্থার বরাদ্দ জমিতে এই কৃষকেরা অচল ও আদিম পদ্ধতিতে কৃষিকার্য চালাচ্ছিল। অন্যদিকে মধ্য রাশিয়ায় কৃষিকর্ম ছিল জমিদারদের হাতে; সেখানে তারা "ঘেরাও জমি," চারণ-ক্ষেত, গবাদি পশুর জলের জায়গা ইত্যাদি ব্যবহারের বিনিময়ে কৃষকদের দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নিত; নিজেদের ঘোড়া ও কাঠের লাঙল দিয়েই কৃষকদের চাষ করতে হত। আসলে এই ব্যবস্থা ভূমিদাসতন্ত্রেরই সেই পুরনো কৃষিপ্রথা। এই যুগে রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনও ভূমিদাসতন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে জর্জরিত ছিল। ১৯০৫ সালে রাষ্ট্র-কাঠামো পরিবর্তনের জন্য প্রথম পদক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তা যে রকম ছিল, রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরে ভূস্বামী অভিজাতবর্গের যে প্রাধান্য ছিল এবং ভূস্বামী অভিজাতবর্গের দ্বারাই প্রধানত যার উপরতলাগুলো ভর্তি সেই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা যে রকম সর্বময় ছিল—তা থেকেই রাজনৈতিক জীবনে ভূমিদাসতন্ত্রের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৬১ সালের পর থেকে বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের চাপে পুরনো পিতৃতান্ত্রিক রাশিয়া দ্রুত বেগে ভেঙে পড়তে থাকে। কৃষকদের ভাগ্যে জোটে অনশন, মৃত্যু আর সর্বনাশ—এমন হারে অতীতে আর কখনও ঘটেনি। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে এল। সর্বস্বান্ত কৃষকদের "সুলভ শ্রমের" প্রসাদে রেল ও কলকারখানার অগ্রগতি দ্রুততর হল। রাশিয়ায় বৃহদাকারে মহাজনী মূলধন, বৃহদায়তন শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশ লাভ করল।

প্রাচীন রাশিয়ার সমগ্র প্রাচীন "ভিত্তির" এই দ্রুত বেদনাকর ও

আকস্মিক বিপর্যয়ই শিল্পী তলস্তয়ের রচনাবলীতে, দার্শনিক তলস্তয়ের মতামতে অভিব্যক্তি পেয়েছে।

গ্রামীন রাশিয়াকে, জমিদার ও কৃষকদের জীবনকে তলস্তয় নিখুঁত ভাবে জানতেন। তাঁর রচনাবলীতে এই জীবনের যে সব চিত্র তিনি এঁকে গেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলির অন্তর্গত। গ্রামীন রাশিয়ার সমগ্র "প্রাচীন ভিত্তির" এই আকস্মিক বিপর্যয় চতুস্পার্শ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ করেছিল, তাঁর আগ্রহকে আরও তীব্র করেছিল। বংশ ও শিক্ষার দিক থেকে তলস্তয় ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের ভূস্বামী-অভিজাতবর্গের একজন কিন্তু এই গোষ্ঠীর স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি বর্জন করেন এবং তাঁর সর্বশেষ লেখাগুলিতে জনগণের কৃতদাসত্বের ওপর ভিত্তিশীল, সাধারণ ভাবে কৃষক ও ক্ষুদ্র মালিকদের সর্বনাশের ওপরে ভিত্তিশীল এবং আপাদ-মস্তক হিংসা ও শঠতায় জর্জরিত বর্তমান সমাজজীবনের ওপরে ভিত্তিশীল গোটা রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জ্বালাময় সমালোচনার কশাঘাত হানেন।

তলস্তয়ের সমালোচনায় অভিনবত্ব কিছু ছিল না। শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ইউরোপীয় ও রুশীয় উভয় সাহিত্যেই বহুপূর্বে যা বলে গেছেন, তা ছাড়া তলস্তয় অন্য কিছু বলেন নি। সেই সত্ত্বেও তলস্তয়ের সমালোচনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই যে তিনি এমন শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে গ্রামীন ও কৃষক রাশিয়ার—যে-যুগের রাশিয়ার কথা আমরা আলোচনা করছি সে-যুগের রাশিয়ার—ব্যাপকতম জনসাধারণের মনোভাবের প্রচণ্ড পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করেছেন, যা কেবল একজন প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধির সমালোচনা থেকে তলস্তয়ের সমালোচনার পার্থক্য ঠিক এই কারণেই যে তিনি পিতৃতান্ত্রিক সরলমতি কৃষকের

দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন। তলস্তয়ের সমালোচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর অনুভূতিতে, আবেগে, সংকল্পে, সজীবতায়, আন্তরিকতায় এবং "মূল পর্যন্ত সন্ধানের" অবিচল নিষ্ঠায়; তাঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ঠিক এই কারণে যে ভূমিদাসপ্রথা থেকে সদ্যমুক্ত লক্ষ লক্ষ কৃষক, যারা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে এই মুক্তির অর্থ হল ধ্বংস, অনশন-মৃত্যু ও শহরের লঙর-খানায় গৃহহীন জীবন, তাদের মনোভাবের পরিবর্তন এতে যথার্থভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। তলস্তয় তাদের ভাব-ভাবনাকে এমন বিশ্বস্ত-ভাবে প্রতিফলিত করেছেন যে তাদের অতি-সারল্য, তাদের রাজনীতি-বিচ্ছিন্নতা, তাদের আধ্যাত্মিকতা, দৈনন্দিন জীবন থেকে তাদের পলায়ন-প্রবণতা তাদের "মন্দের প্রতিরোধ না করার" মানসিকতা, পুঁজিতন্ত্র ও "অর্থশক্তি"র বিরুদ্ধে তাদের নিষ্ফল অভিসম্পাত সব কিছুকেই তিনি তাঁর মতবাদে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ কৃষকের প্রতিবাদ এবং তাদের নৈরাশ্য—এই দুই-ই মিলিত হয়েছে তলস্তয়ের মতবাদে।

আজকের দিনের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের মত এই যে এমন কিছু আছে যার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ করতে হবে কিন্তু এমন কোন কারণ নেই যে তাদের নৈরাশ্যকে মেনে নিতে হবে। নৈরাশ্য হচ্ছে মুমূর্ষু শ্রেণীগুলির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য; কিন্তু রাশিয়া সমেত প্রত্যেকটি পুঁজিতন্ত্রী দেশেই মজুরি-জীবী মজুরশ্রেণী বেড়ে উঠছে, বিকাশ পাচ্ছে, শক্তি সঞ্চয় করছে। মন্দের কারণ যারা বুঝতে পারে না, পথের সন্ধান যারা জানে না, সংগ্রাম করতে যারা অক্ষম, নৈরাশ্য তাদেরই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বর্তমান যুগের শিল্প-সর্বহারা এই সব শ্রেণীর কেউ নয়।

ন্যাশ পুত, ৭নং সংখ্যা, ২৮শে নবেম্বর, ১৯১০
স্বাঃ ভি, আই—নিন

তলস্তয় ও সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রাম

প্রচণ্ড তীব্রতা ও আন্তরিকতা সহকারে তলস্তয় শাসক-শ্রেণীগুলিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। যে সমস্ত ব্যবস্থা বর্তমান সমাজ-বিধানকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে, যেমন গির্জা, আদালত, সামরিকতন্ত্র, "বৈধ" বিবাহ, এবং বুর্জোয়া প্রজ্ঞা, সেগুলির অন্তর্নিহিত মিথ্যাকে তিনি শাণিত ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু সেই সংগে তাঁর মতবাদ বর্তমান সমাজ-বিধানের সমাধি রচনা করছে যে শ্রেণী সেই সর্বহারা শ্রেণীর জীবন, শ্রম ও সংগ্রামেরও সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে। তা হলে তলস্তয়ের প্রচারিত আদর্শে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কার জীবনদর্শন? তিনি ছিলেন রুশ জাতির বিশাল জনতার মুখপাত্র—যে জনতা **ইতিমধ্যেই** বর্তমান সমাজবিধানের ধুরন্ধরদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন, আপোষহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা **এখনও** বুঝতে পারেনি।

এক দিকে শ্রেণীসচেতন সমাজতন্ত্রী সর্বহারা আর অন্য দিকে পুরনো সমাজবিধানের গোঁড়া সমর্থক—এ দুয়ের **মধ্যিখানে** ছিল যে সাধারণ জনতা, তার মনোভাব যে এই-ই ছিল, মহান রুশ বিপ্লবের ইতিহাস ও পরিণতি তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বিপ্লবের সময়ে দেখা গেছে, এই যে জনতা—যার অধিকাংশই কৃষক—পুরনো সমাজবিধানের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা কী গভীর, বর্তমান সমাজবিধান তাদের ওপরে যে দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছে সে সম্পর্কে তাদের অনুভূতি কত তীব্র, এই দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য, উন্নততর জীবনব্যবস্থার জন্য তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা কী বিরাট!

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সময়ে এটাও দেখা গিয়েছিল যে, ঘৃণা ছিল কিন্তু যথেষ্ট রকমের সচেতনতা ছিল না, তারা সংগ্রাম করত কিন্তু তাতে অবিচল থাকত না ; উন্নততর জীবনের জন্য তাদের অন্বেষণ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আতল আলোড়িত বিশাল এক জনসমুদ্র তার সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে তলস্তয়ের দর্শনে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

তলস্তয়ের উপন্যাস পাঠ করে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী আরও ভালো ভাবে তার শত্রুকে চিনতে পারবে ; তলস্তয়ের মতবাদ পর্যালোচনা করে রাশিয়ার মানুষকে জানতে হবে কোথায় ছিল তাদের দুর্বলতা যার জন্য ব্যর্থ হল তাদের মুক্তি সংগ্রাম। অগ্রগতির পথ সুগম করতে হলে এ শিক্ষা অপরিহার্য।

যাঁরা তলস্তয়কে ঘোষণা করেন "বিশ্বজনীন বিবেক" বলে, "জীবনের আচার্য" বলে, তাঁরা সকলে এই অগ্রগতির পথেই প্রতিবন্ধকতা করেন। এ অভিধা মিথ্যা; তলস্তয়ের মতবাদের প্রতিবিপ্লবী দিকগুলি যারা কাজে লাগাতে চায় সেই উদারপন্থীরা জেনে-শুনেই এই মিথ্যা প্রচার করে। আর তাদের সুরে সুর মিলিয়ে কয়েকজন প্রাক্তন সোশ্যাল ডিমোক্রাট এই মিথ্যারই পুনরাবৃত্তি করে।

রাশিয়ার জনসাধারণ তখনই মুক্তি অর্জনে সক্ষম হবে, যখন তারা বুঝবে যে কেমন করে উন্নততর জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় তার শিক্ষা তলস্তয়ের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে সেই শ্রেণীর কাছ থেকে যার তাৎপর্য তলস্তয় বুঝতে পারেননি অথচ তলস্তয় যে পুরনো ব্যবস্থাকে ঘৃণা করেন সেই ব্যবস্থার বিলোপসাধন করতে একমাত্র যে শ্রেণী সক্ষম অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণী।

রাবোচায়া গেজেতা, ২ সংখ্যা, ১৮ই (৩১শে) ডিসেম্বর, ১৯১০

"বিশেষ বক্তব্যের" বাদশাহ্

শ্রীযুক্ত পত্রেসভ কোম্পানির পত্রিকা 'নাশা জারায়া'র দশম সংখ্যা এই মাত্র আমাদের হাতে এসেছে। লিও তলস্তয়ের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এই পত্রিকায় যত্নহীনতার, বরং বলা উচিত, নীতিহীনতার এমন সব অদ্ভুত দৃষ্টান্ত রয়েছে যে অবিলম্বে, সংক্ষেপে হলেও, তার আলোচন অবশ্য করণীয়।

পত্রেসভের সেনাবাহিনীর সেই যে নতুন যোদ্ধা—ভি বাজারভ, তাঁর একটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকবৃন্দ এই প্রবন্ধের "কতকগুলি প্রতিপাদ্যের" সঙ্গে একমত নন; অবশ্য তাঁরা জানাননি সেগুলি কি কি। মানসিক বিভ্রান্তি চাপা দেবার এ একটা অত্যন্ত সহজ কৌশল! যাই হোক, মার্কসবাদের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা যার আছে তেমন কোন লোকের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করবে না এমন কোন প্রতিপাদ্য এই প্রবন্ধের মধ্যে খুঁজে পাওয়া আমাদের কাছে কঠিন বলেই মনে হয়। বাজারভ লিখেছেন, "ভগ্নহৃদয়, অবসাদক্লিষ্ট, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে পঙ্কপিণ্ডে পর্যবসিত এবং চৈতন্য-বিপর্যয়ের চরম সীমায় উপনীত আমাদের বুদ্ধিজীবী-সমাজ সর্বসম্মত ভাবেই তলস্তয়কে—সমগ্র তলস্তয়কে—গ্রহণ করেছে তাদের বিবেক বলে।" এ মন্তব্য সত্য নয়। এ কেবল বাক্যবিলাস। সাধারণভাবে আমাদের বুদ্ধিজীবী-সমাজ এবং বিশেষ ভাবে নাশা জারায়ার বুদ্ধিজীবী-সমাজ বাস্তবিকই খুব "অবসাদক্লিষ্ট", কিন্তু তলস্তয়ের পর্যালোচনায় তাদের মধ্যে কোন "সর্বসম্মতি" দেখা যায়নি আর দেখা যাওয়া সম্ভবও নয়; তারা কখনও সঠিকভাবে

সমগ্র তলস্তয়কে পর্যালোচনা করেনি, করতে পারেনি। আর "সর্বসম্মতি"র ঠিক এই অভাবকেই নোভয়ে ভ্রেমায়া—ঠিক তার স্বভাবশোভনভাবে—একটা চরম কপটতাপূর্ণ শব্দের আড়ালে আবৃত করতে চেয়েছে ; সে শব্দটি হল—"বিবেক।" বাজারভ "পঙ্কিলতার" বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন না, বরং উৎসাহই দিচ্ছেন।

বাজারভ "তলস্তয়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি অবিচারের কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছুক ; সাধারণভাবে রুশ বুদ্ধিজীবীরা এবং বিশেষভাবে আমরা বিভিন্ন মতামতের প্রগতিবাদীরা এইসব অবিচারের দোষে দোষী।" এই উক্তির মধ্যে একমাত্র বস্তু যেটি সত্য সেটি এই ঃ বাজারভ, পত্রেসভ ও তাঁর কোম্পানি এরাই হল ঠিক সেই "বিভিন্ন মতামতের প্রগতিবাদী" যাঁরা সাধারণ "পঙ্কিলতা"র ওপরে এতটা নির্ভরশীল যে তলস্তয়ের বিশ্ব-বীক্ষার মূলগত অসঙ্গতি ও দুর্বলতাগুলিকে যখন অমার্জনীয়ভাবে ঢেকে রাখা হচ্ছে তখন তলস্তয়ের বিরুদ্ধে "অবিচারের" সোর তুলে এঁরা "প্রত্যেকের" পেছনে নেচে বেড়াচ্ছেন। তলস্তয় যাকে বলেছেন 'বিষাক্ত বিরোধ'—যা আমাদের মধ্যে এত ব্যাপক—সেই নেশাকর দ্রব্যটির দ্বারা এঁরা নিজেদের নেশাগ্রস্ত করতে চান না। ঐকান্তিক ও অবিচলভাবে পরিপোষিত কোন নীতি সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে যারা পরম উপেক্ষার ভঙ্গিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, এই ধরনের কথা, এই ধরনের ধুয়ো সেইসব ফিলিস্টাইনেরই প্রয়োজন হয়।

"বর্তমান কালের বিশ্লেষণবাদী শিক্ষিত লোকেরা যে যে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন, তার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তিনি সমন্বয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন—এইখানেই তলস্তয়ের প্রধান শক্তি……।" এই মন্তব্যও সত্য নয়। ঠিক এই সমন্বয় বস্তুটিই তলস্তয় কোথাও পাননি বা পেতে পারেননি—না তাঁর বিশ্ববীক্ষার দার্শনিক নীতিসমূহের মধ্যে, না

তাঁর তথাকথিত সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদে। "কোঁত, ফয়ারবাক এবং আধুনিক সংস্কৃতির অপরাপর প্রতিনিধিরা যা কেবল আত্মগতভাবে কল্পনা করতে পেরেছিলেন, তলস্তয়ই প্রথম (!) সেই **বিশুদ্ধ মানবীয়** (বড় হরফ বাজারভের) ধর্মকে সমাজগত অর্থাৎ কেবল নিজের জন্যেই নয় অপরের জন্যেও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ধরনের কথাবার্তা সাধারণ ফিলিস্টাইনদের থেকেও খারাপ। এ হচ্ছে "পঙ্কের" ওপরে কৃত্রিম ফুলের অলংকরণ—লোককে এ বিভ্রান্ত করতে পারে। ফয়ারবাকের বিশ্ববীক্ষা অনেক দিক থেকেই জার্মানির চিরায়ত দর্শনের "শেষ কথা" বলে নিজেকে দাবি করতে পারে ; কিন্তু সেই বিশ্ববীক্ষার "সমন্বয় সাধনে" ব্যর্থ হয়েই আজ থেকে অর্ধ শতকেরও আগে ফয়ারবাক এমন সব "আত্মগত কল্পনায়" জড়িয়ে পড়েছিলেন যার ক্ষতিকরতা "আধুনিক সংস্কৃতির" সত্যিকারের প্রগতিবাদী "প্রতিনিধিরা" অনেক আগেই নির্দেশ করে গিয়েছেন। এই সব "আত্মগত" কল্পনাকে তলস্তয়ই "প্রথম সমাজগত করেছেন"—এই ধরনের ঘোষণা করার অর্থই হল পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীদের শিবিরে চলে যাওয়া, ফিলিস্টাইনবাদের ইন্ধন সরবরাহ করা, ভেকিবাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করা।

> "বলা বাহুল্য, তলস্তয় প্রবর্তিত আন্দোলন (!?) যদি সত্যিই বিশ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়, তা হলে তার গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন অপরিহার্য। কৃষক-পিতৃতান্ত্রিক জীবনধারার আদর্শায়ন, প্রাকৃতিক অর্থনীতির প্রতি প্রবণতা এবং তলস্তয়বাদের আরও অনেক কল্পনাবিলাসী বৈশিষ্ট্য আজকাল সামনে এসে পড়েছে ; মনে হয় এগুলিই বুঝি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আসলে কিন্তু ঠিক এগুলিই হল তাঁর বিশ্ববীক্ষার বিবিধ আত্মগত উপাদান ; তলস্তয়ের 'ধর্মের' সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়।"

তা হলে এই হল ফয়ারবাকের "আত্মগত কল্পনার" তলস্তয়-প্রদত্ত

"সমাজগত" রূপ আর গত শতকের রাশিয়ার যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বাজারভ উল্লেখ করেছেন সেইসব সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যকে তলস্তয় যে তাঁর উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও সম্পূর্ণ স্ববিরোধী মতবাদগুলিতে প্রতিফলিত করেছেন—এই ঘটনাটিই হল তাঁর "ঠিক আত্মগত উপাদান।" একেই বলা হয় "নিশানা ছেড়ে গুলি ছোঁড়া"। তলস্তয় কর্তৃক "সমাজগত রূপে রূপায়িত" ফয়ারবাকের এই সব "আত্মগত কল্পনার" স্তুতিগানের তুলনায় এবং "আজকাল সামনে এসে পড়েছে" যেসব সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তা থেকে মনোযোগ **বিকর্ষণের** তুলনায় "ভগ্নহৃদয় ও অবসাদক্লিষ্ট" বুদ্ধিজীবী-সমাজের পক্ষে অধিকতর মনোরম, অধিকতর বাঞ্ছনীয়, অধিকতর প্রীতিকর আর কিছুই নেই!

"প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে" প্রতিরোধ না করার মতবাদের বিরুদ্ধে যে "তীক্ষ্ণ সমালোচনা" উত্থিত হয়েছে, বাজারভ স্বভাবতই সে সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বাজারভের মতে "এই মতবাদের অর্থ যে নিষ্ক্রিয়তা বা বৈরাগ্য নয়, তা সুস্পষ্ট"। তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বাজারভ "মূর্খ ইভান"-এর কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন এবং পাঠকদের অনুরোধ করেছেন "তাঁরা যেন ব্যাপারটি এই ভাবে কল্পনা করে নেন—মূর্খদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে কক্রোচিয়ার জার নয়; প্রেরণ করে তাদের নিজেদেরই, অধুনা প্রজ্ঞাবান শাসক, ইভান; মূর্খদের মধ্য থেকে সংগৃহীত এবং স্বভাবতই মূর্খদের সমগ্র মানস-গঠনের সঙ্গে একাত্মীভূত এই সৈন্যদের সাহায্যেই ইভান অন্যায় দাবির কাছে তার প্রজাদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে। কার্যত নিরস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাবঞ্চিত মূর্খরা যে ইভানের সৈন্য-বাহিনীকে পরাস্ত করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এমন

কি প্রচণ্ডতম "সহিংস প্রতিরোধ" গড়ে তুলেও মূর্খেরা দৈহিক উপায়ে ইভানকে পরাস্ত করতে পারে না, পরাস্ত করতে পারে নৈতিক উপায়ে অর্থাৎ ইভানের লোকজনদের, যাকে বলে, "মনোবল ভেঙে দিয়ে"... "প্রতিরোধ না করলে যে ফল লাভ হবে, হিংসার সাহায্যে মূর্খরা প্রতিরোধ করলেও সেই ফলই লাভ হবে (কেবল উপায়টা হবে খারাপ এবং হতাহতের সংখ্যা হবে বেশি)।"...হিংসার সাহায্যে মন্দের প্রতিরোধ না করার অথবা, আরও সাধারণ ভাবে বলা যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার (!!) এই যে নীতি, তা শুধু অসামাজিক নীতিপ্রচারকদের বৈশিষ্ট্য নয়। এই নীতি সমস্ত অখণ্ড বিশ্ববীক্ষারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

পত্রেসভের সেনাবাহিনীর এই নতুন যোদ্ধার যুক্তির বহর এই রকম। এখানে সেগুলি আমরা যাচাই করতে পারি না। তা ছাড়া, সূচনা হিসেবে এই যুক্তির প্রধান প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ করা এবং সেই সঙ্গে এই কথা কটি যোগ করে দেওয়াই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয় ঃ—এ হচ্ছে একেবারে নির্ভেজাল ভেকিবাদ।

স্বীয় বক্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর স্বরসঙ্গীতের শেষ পদগুলি এইরকম ঃ "কান কখনো মাথা ছাড়িয়ে যায় না" ঃ "আমাদের দুর্বলতাকে তলস্তয়ের 'বৈরাগ্যবাদ ও সংকীর্ণ যুক্তিবাদ' থেকে উন্নততর কোন শক্তি হিসেবে চিত্রিত করা অন্যায়।" (কিন্তু অংসলগ্ন যুক্তিপ্রণালী সম্পর্কে করণীয় কি ?) "অন্যায় কেবল এ জন্যে নয় যে তা সত্যের বিপরীত ; অন্যায় এ জন্যেও যে তা এ যুগের মহত্তম মানুষটির কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক।"

বটে ! বটে ! তবে, ভদ্র মহোদয়গণ, এইটুকু মনে রাখবেন, যখন ইজগোইয়েভরা আপনাদের আশীর্বাদ করবে, আলিঙ্গন করবে, তখন

যেন ক্রুদ্ধ হয়ে হাস্যকর বাগাড়ম্বর ও গালিগালাজে তার জবাব দেবেন না (নাশা জারায়ার ৮ ও ৯ সংখ্যায় পত্রেসভ যা করেছেন)। পুরনো বা নতুন—পত্রেসভ কোম্পানির কোন যোদ্ধাই এই আলিঙ্গনের লজ্জা মুছে দিতে পারবে না।

বাজারভের প্রবন্ধের সঙ্গে এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি-মণ্ডলী কূটনৈতিকভাবে একটি "বিশেষ মত" জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নেবেদমস্কির লেখা প্রধান প্রবন্ধটি—যার সঙ্গে কোন "বিশেষ বক্তব্য" জুড়ে দেওয়া হয়নি—সেটিও এর তুলনায় ভাল নয়। আজকালকার বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের এই ভাঁড়টি লিখেছেন, "রুশ দেশে ক্রীতদাসত্ব পতনের মহান যুগের প্রধান প্রধান আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণায়ত আকারে আত্মস্থ ও বিধৃত করে তলস্তয় বিশ্বজনীন ভাবাদর্শেরও অর্থাৎ **বিবেক সত্তারও** শুদ্ধতম ও পূর্ণতম বিগ্রহ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন।"

তোবা! তোবা! তোবা!···উদারপন্থী-বুর্জোয়া সাংবাদিকতার প্রধান প্রধান বাক্যালংকারকে পূর্ণায়ত আকারে আত্মস্থ ও বিধৃত করে নেবেদমস্কি বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের অর্থাৎ বাক্যবাগীশ সত্তারও শুদ্ধতম ও পূর্ণতম বিগ্রহ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন।

আরও একটি কাহিনী—এবং এইটেই শেষ—না বলে পারছি না ঃ

"তলস্তয়ের এই সব ইউরোপীয় স্তাবকেরা, বিভিন্ন নামের আনাতোল ফ্রাঁসেরা এবং যারা এই সেদিন মৃত্যুদণ্ড বিলোপের প্রস্তাবকে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আজ এই সঙ্গতিনিষ্ঠ মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে সেইসব আইন-সভা সদস্যরা—এরা সকলে মিলে দ্বিধা ও দোদুল্যতার, বৈকল্য ও বিশেষ-বক্তব্যের একটি নিরেট গোষ্ঠী। এদের পাশে তলস্তয়, অমিশ্র ধাতুর এই পবিত্র মূর্তি, অখণ্ড নীতির এই জীবন্ত বিগ্রহ কত মহিম্ন, কত মহান্।"

ফুঃ! চমৎকার কথা—কিন্তু সবই মিথ্যা। তলস্তয়ের মূর্তি যা দিয়ে গড়া তা না অমিশ্র, না পবিত্র, এমন কি তা ধাতুও নয়। আর

"এই সব" বুর্জোয়া স্তাবকেরা যে আজ তাঁর প্রতি এত "শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন", তা তাঁর সঙ্গতিনিষ্ঠার জন্য নয়, সঙ্গতি থেকে বিচ্যুতির জন্য।

যাই হোক শ্রীযুক্ত নেবেদোমস্কি আচমকা একটি ছোট্ট কিন্তু ভালো কথা ব্যবহার করেছেন—"বিশেষ বক্তব্য"। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে বাজারভের উপরিলিখিত বর্ণনাটিতে নাশা জারায়ার ভদ্রমহোদয়দের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যেমন সুপরিস্ফুট, এই ছোট্ট কথাটিতেও তাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য তেমন সুপ্রকট। আমরা দেখছি এঁরা প্রত্যেকেই "বিশেষ বক্তব্যের" বাদশাহ্। পত্রেসভের বিশেষ বক্তব্য এই যে তিনি ম্যাচিস্টদের থেকে আলাদা মত পোষণ করেন, যদিও তিনি তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেন। সম্পাদকবৃন্দের বিশেষ বক্তব্য এই যে তাঁরা প্রবন্ধের কতকগুলি প্রতিপাদ্য থেকে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন, যদিও সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে কেবল আলাদা প্রতিপাদ্যের প্রশ্ন এটা নয়। পত্রেসভের বিশেষ বক্তব্য এই যে ইগোইয়েভ তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করছেন। মার্তভের বিশেষ বক্তব্য এই যে তিনি পত্রেসভ ও লেভিৎস্কির মতামত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না, যদিও রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্বস্তভাবে তিনি **তাঁদের** সেবা করে থাকেন। তাঁদের সকলের মিলিত বিশেষ বক্তব্য এই যে তারা চেরভানিন থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন, যদিও তাঁরা তাঁর বিলুপ্তিবাদী দ্বিতীয় নিবন্ধটি পছন্দ করেন;—আসলে কিন্তু দ্বিতীয় নিবন্ধটিতে প্রথম-প্রস্থৃত নিবন্ধটির "মর্ম"-কেই আরও জোরালো ভাবে ধরা হয়েছে। চেরভানিনের বিশেষ বক্তব্য এই যে তিনি মাসলভের থেকে পৃথক মতের ধারক। মাসলভের বিশেষ বক্তব্য এই যে তিনি কাউৎস্কি থেকে স্বতন্ত্র মতের সমর্থক।

তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে প্লেখানভের সঙ্গে তাঁরা ভিন্নমত। তাঁরা বিলোপবাদী—প্লেখানভের এই অভিযোগ যে নিছক কুৎসা, এবং

প্রাক্তন বিরোধীদের সঙ্গে প্লেখানভের বর্তমান বোঝাপড়া যে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করতে অক্ষম—এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত।

বিশেষ-বক্তব্য-বিশারদদের কাছে অবোধ্য হলেও এই বোঝাপড়ার তুলনায় অধিকতর সহজবোধ্য বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমরা যখন একটি লোকোমোটিভ পেলাম তখন তার শক্তি, ইন্ধন প্রভৃতি ঘণ্টা-প্রতি, ধরুন, ২৫ ভার্স্ট্ যাবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে আমাদের মতামত ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্যান্য প্রশ্নের মত এই প্রশ্নকে নিয়ে যে বিরোধ হল তা-ও হল তপ্ত ও তিক্ত। এই বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়—সকলের চোখের সামনেই পরিচালিত হয়েছিল, যুক্তি-প্রতিযুক্তির মাধ্যমে মীমাংসিত হয়েছিল—"বিশেষ বক্তব্যের" মারপ্যাঁচে কোন সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। এবং কোন কথা প্রত্যাহার করার কিংবা "তিক্ত বিরোধ" সম্পর্কে তর্জনগর্জন করার চিন্তাও কারুর মাথায় আসেনি। কিন্তু এখন, যখন লোকোমোটিভটি ভেঙে পড়েছে, জলাভূমিতে পড়ে রয়েছে, লোকোমোটিভটি নেই বলে "বিলোপ" করবার মত কিছু না পেয়ে "বিশেষ বক্তব্য"-বিশারদ বুদ্ধিজীবীরা লোকোমোটিভটিকে ঘিরে বিদ্বেষের হাসি হাসছেন, তখন আমরা—যারা গতকাল "তিক্ত বিরোধে" লিপ্ত ছিলাম—তাঁরা একটি অভিন্ন আদর্শের আকর্ষণে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি। কিছু বর্জন না করে, কিছু বিস্মৃত না হয়ে, আমাদের মধ্যেকার মতভেদ উবে যাবে—এমন কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে, আমরা একটি অভিন্ন আদর্শের সেবা করছি। কি করে লোকোমোটিভটিকে উদ্ধার করা যায়, সংস্কার করা যায়, জোরদার করা যায়, কর্মক্ষম করা যায়, লাইনে চালু করা যায়—এই কাজেই আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি; কত বেগে এটা ছুটবে, কখন কোন মোড় ঘুরবে—তা আমরা যথাসময়ে আলোচনার জন্য স্থগিত রেখেছি। বর্তমান

মুহূর্তের কাজ হল এমন একটা কিছু সৃষ্টি করা যার সাহায্যে আমরা "বিশেষ বক্তব্য"-বিশারদদের এবং "অবসাদ-ক্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের"—যাঁরা আজকের "পঙ্কিলতা" সমর্থন করছেন, তাঁদের উচিত-জবাব দিতে পারব। আজকের কাজ হল অত্যন্ত দুরূহ অবস্থার মধ্যেও খনি খুঁড়ে আকর সংগ্রহ করা, লোহা ঢালাই করা এবং মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার এবং তদনুযায়ী উপরিকাঠামোর ইস্পাতী ছাঁচ তৈরি করা।

মিস্‌ল্‌, ১ সংখ্যা

ডিসেম্বর, ১৯১০

স্বাক্ষর ঃ ভি আই

তলস্তয় ও তাঁর যুগ

তলস্তয় যে যুগের মানুষ এবং যে যুগকে তিনি তাঁর সার্থক উপন্যাস সাহিত্য এবং মতবাদে এমন চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছেন, সে যুগ সূচিত হয় ১৮৬১ সালের পর থেকে এবং স্থায়ী হয় ১৯০৫ সাল পর্যন্ত। এ কথা সত্য যে এ যুগের সূচনার আগেই তলস্তয় তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু করেন এবং এ যুগ শেষ হবার পরেও তিনি তাতে ব্রতী থাকেন। কিন্তু শিল্পী ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর পরম উৎকর্ষ ঘটে এই যুগেরই মধ্যে। এই যুগের ক্রান্তিশীল চরিত্র থেকেই তলস্তয়ের গ্রন্থাবলী এবং তলস্তয়বাদ-এর **সমস্ত** বৈশিষ্ট্যগুলির উদ্ভব।

'আনা কারেনিনা' গ্রন্থের কে, লেভিনের মুখ দিয়ে তলস্তয় যে কথা বলিয়েছেন তার মধ্যে এই অর্ধশতকে রাশিয়ার ইতিহাসে যে গতিপরিবর্তন ঘটেছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

.....“ফসলের কথা, মজুর ঠিকে করার কথা এবং এরকমের আরো সব কথাকে খুব ইতর ধরনের একটা কিছু মনে করাই ছিল রেওয়াজ, লেভিন তা জানতো।..... কিন্তু সেসব কথাই এখন তার কাছে মনে হতে লাগলো একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে। হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে এসব ছিল তুচ্ছ, হয়ত ইংলণ্ডে এখনো তাই। দু জায়গাতেই অবস্থাটা সুনির্দিষ্ট, কিন্তু এখানে রাশিয়ায় যখন সব কিছুই একেবারে ওলটপালট হয়ে গেছে এবং সবেমাত্র একটা আকার নিতে শুরু করেছে, তখন রাশিয়ায় একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কি ভাবে তা আকার নেবে।—লেভিন ভাবতে থাকল। (সংগৃহীত গ্রন্থাবলী, ১০ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)।

“এখানে রাশিয়ায় সব কিছুই একেবারে ওলটপালট হয়ে গেছে এবং সবে মাত্র একটা আকার নিতে শুরু করেছে”—১৮৬১ থেকে ১৯০৫

সাল পর্যন্ত যুগের এর থেকে সঠিক চরিত্রায়ন কল্পনা করা কঠিন। কি "একে বারে ওলটপালট হয়ে গেছে" তা স্পষ্ট, অন্তত রাশিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তা ভাল ভাবেই জানে। তা হল ভূমিদাসপ্রথা এবং সেই প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোটা "পুরনো ব্যবস্থাটা"। কি "আকার নিচ্ছে" তা জনসাধারণের ব্যাপক অংশের কাছে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা, অবোধ্য। এই যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা আকার নিচ্ছিল তাকে তলস্তয় দেখেছিলেন অস্পষ্টভাবে একটা জুজু হিসেবে—ইংলণ্ড। সত্যিই একটা জুজু কেননা এই "ইংলণ্ডের" সমাজব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই ব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজির প্রাধান্যের সম্পর্ক, অর্থের ভূমিকা, বিনিময়ের বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা তলস্তয় যেন নীতি হিসেবেই পরিহার করে চলেছিলেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থাই যে রাশিয়ায় "আকার নিচ্ছিল"—নারদনিকদের মত তিনিও তা মানতে অস্বীকার করেন, তার দিকে চোখ বুজে থাকেন এবং এই ধরনের ধারণাকে বাতিল করে দেন।

বুর্জোয়া ব্যবস্থা "ইংলণ্ড", জার্মানি, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আকার নিয়েছিল; রাশিয়ায় সে ব্যবস্থা কোন ধরনের আকার নেবে, ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের (আমাদের যুগেরও) সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের দিক থেকে সে প্রশ্ন "একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার" না হলেও, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলির মধ্যে একটি, তা সত্য। কিন্তু প্রশ্নটিকে এ রকম সুনির্দিষ্ট বাস্তব ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করা তলস্তয়ের ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর যুক্তির ধারা ছিল অবাস্তব, শুধু মাত্র "শাশ্বত নীতিনিচয়-" এর দৃষ্টিভঙ্গিকেই তিনি স্বীকার করতেন; এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কেবল পুরনো ("ওলটপালট হয়ে যাওয়া") ব্যবস্থার, সামন্তব্যবস্থার, প্রাচ্যের জাতিগুলির জীবনব্যবস্থারই ভাবাদর্শগত প্রতিফলন তা তিনি বুঝতে পারতেন না।

'লুসার্ণ'-এ (১৮৫৭ সালে লিখিত) তিনি ঘোষণা করেন "সভ্যতাকে" আশীর্বাদ মনে করা হল "অবিদ্যা"। এই অবিদ্যা "মানব-চরিত্রের সহজাত, সর্ব-সুখময়, সনাতন কল্যাণবোধকে বিনষ্ট করে।" তলস্তয় চীৎকার করে বলেন, "আমাদের অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক এক ও অদ্বিতীয়—আমাদের ব্যাপ্ত করে বিরাজমান যে বিশ্বাত্মা কেবল তিনিই।" (সংগৃহীত গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, ১২৫ পৃঃ)

'আমাদের যুগের দাসত্ব' নামক রচনায় (১৯০০ সালে লিখিত) বিশ্বাত্মার কাছে আবেদন আরও ব্যগ্রতা সহকারে পুনরাবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে অর্থনীতি হল একটা "কপট বিজ্ঞান" কারণ "সমগ্র ইতিহাসের সমগ্র বিশ্বের মানুষের অবস্থাকে" ছাঁচ হিসেবে গ্রহণ না করে অর্থনীতি "ক্ষুদে ইংলণ্ডের অবস্থাকে" "ছাঁচ" হিসেবে গ্রহণ করে—"যে ইংলণ্ডের অবস্থা সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক।" এই "সমগ্র বিশ্বের" চেহারা কি রকম, তা তাঁর "শিক্ষার প্রগতি ও সংজ্ঞা" নামক নিবন্ধে তিনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন (১৮৬২)। প্রগতি "মানবজাতির সাধারণ নিয়ম"—"ঐতিহাসিকদের" এই অভিমতকে তিনি অস্বীকার করেছেন "তথাকথিত প্রাচ্যদেশের" দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ১৬২ পৃঃ)। তলস্তয়ের মতে, "মানব-প্রগতির কোন সাধারণ নিয়ম নেই; প্রাচ্যদেশীয় জাতিগুলির নিশ্চলতাই তার প্রমাণ।"

ঠিক এই প্রাচ্য-দেশীয় সমাজবিধানের, এশিয়া-মহাদেশীয় সমাজ-বিধানের ভাবদর্শই হল তলস্তয়বাদের আসল ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু। ঠিক এই কারণেই কৃচ্ছ্রতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধের বিরুদ্ধতা, "গভীর নিরাশাবাদ", "কিছুই কিছু নয়, যা কিছু বস্তুগত তাই মিথ্যা"—এই বদ্ধমূল ধারণা, "সব কিছুরই আদি" হল "পরমাত্মা," মানুষ

হল তাঁর "শ্রমিক", তাকে "নিয়োগ করা হয়েছে আত্মার পরিত্রাণের জন্য"—এই বিশ্বাস। 'ক্রুজার সোনাটা' নামক লেখাতেও তলস্তয় তাঁর ভাবাদর্শের প্রতি এই বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন; সেখানে তিনি বলেছেন, "নারীর মুক্তি কলেজে নয়, পার্লামেণ্টেও নয়, তার মুক্তি শয়নকক্ষে।" ১৮৬২ সালে লিখিত প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে কেবল "তিক্ত, অশক্ত উদারপন্থীরা," জনসাধারণের কোন কাজেই তারা লাগে না, "বৃথাই তাদের পুরনো পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।" "জীবনে তাদের কোন ঠাঁই মেলেনা," ইত্যাদি ইত্যাদি (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ১৩৬-৩৭)।

যে-যুগে গোটা পুরনো ব্যবস্থাটাই "একেবারে ওলটপালট হয়ে গেছে", যে-যুগে পুরনো ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে মায়ের দুধের সঙ্গে সঙ্গে যারা সে ব্যবস্থার নীতি, অভ্যাস, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসও আত্মস্থ করেছে তারা বুঝতে পারে না কোন্ ধরনের সমাজব্যবস্থা "আকার নিচ্ছে," কোন কোন সমাজ-শক্তি তাকে "আকার দিচ্ছে", কি ভাবেই বা তারা আকার দিচ্ছে, "ক্রান্তিকালের" অপরিমেয় ও অসাধারণ দুঃখ-দুর্দশা থেকে ত্রাণ করতে **পারে** কোন্ কোন্ সমাজ-শক্তি—সে-যুগেই অনিবার্য ভাবে দেখা দেয় নৈরাশ্যবাদ, প্রতিরোধহীনতা, "পরমাত্মার" কাছে আকুতি।

১৮৬২ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়া ঠিক এই ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়েই পার হচ্ছিল; তখন সকলের চোখের সামনে পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল, তাকে ফিরিয়ে আনবার কোন সম্ভাবনা থাক ছিল না; অন্য দিকে নতুন ব্যবস্থা সবে আকার নিচ্ছিল; আর যেসব সামাজিক শক্তি তাকে আকার দিচ্ছিল তারা কেবল ১৯০৫ সালেই ব্যাপক, দেশ-জোড়া ভিত্তিতে বিভিন্নতম ক্ষেত্রে ব্যাপক গণ সংগ্রামের মধ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। আর ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় যেসব ঘটনা ঘটে, তার পিছু পিছুই

অনুরূপ ঘটনা ঘটল সেই "প্রাচ্য মহাদেশেরই" দেশে দেশে যার নিশ্চলতার কথা তলস্তয় উল্লেখ করেছিলেন ১৮৬২ সালে। "প্রাচ্য-দেশীয়" নিশ্চলতার অবসানের সূচনা হল ১৯০৫ সালে। ঠিক এই কারণেই ১৯০৫ সালে ঘটল তলস্তয়বাদের ঐতিহাসিক অবসান। ব্যক্তিগত কোন কিছু হিসেবে নয়, খেয়াল হিসেবে নয়, মর্জি হিসেবে নয়—কোটি কোটি মানুষ একটা নির্দিষ্ট কাল ধরে যে অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল, তারই ভাবাদর্শগত অভিব্যক্তি হিসেবে স্তলস্তয়ের মতবাদ। যে-যুগ সেই মতবাদকে জন্ম দিতে পেরেছিল, জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছিল —১৯০৫ সালে ঘটল সেই যুগের অবসান।

তলস্তয়ের মতবাদ নিশ্চয়ই কল্পনাবিলাসী ; যথার্থ ও গভীর অর্থে সেই মতবাদের অন্তর্বস্তু নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু এর অর্থ কিছুতেই এই নয় যে সেই মতবাদ সমাজতান্ত্রিক ছিলনা অথবা অগ্রসর শ্রেণীগুলিকে সচেতন করতে পারে এমন মূল্যবান সমালোচনামূলক উপাদান তাতে ছিল না।

সমাজতন্ত্র আছে নানান ধরনের। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে এমন সব দেশে সমাজতন্ত্র রয়েছে—যে শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্থান অধিকার করতে যাচ্ছে তার ভাবাদর্শ প্রকাশ করে এমন সমাজতন্ত্র। আবার যে যেসব শ্রেণীর স্থান বুর্জোয়া শ্রেণী অধিকার করতে যাচ্ছে তাদের ভাবাদর্শ প্রকাশ করে তেমন সমাজতন্ত্রও আছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সমাজতন্ত্র হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। আজ থেকে ষাট বছর আগে অন্যান্য ধরণের সমাজতন্ত্র পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস এই সমাজতন্ত্রের চরিত্রও পর্যালোচনা করেছিলেন। (১৬)

আরও আছে। সমালোচনামূলক উপাদান যেমন অন্যান্য আরও অনেক কল্পনাবিলাসী মতবাদের বৈশিষ্ট্য তেমনি তলস্তয়ের কল্পনাবিলাসী

মতবাদেরও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মার্কসের প্রজ্ঞাগভীর মন্তব্য আমরা বিস্মৃত হতে পারি না : "কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রের সমালোচনামূলক উপাদানের সঙ্গে ঐতিহাসিক অগ্রগতির সম্পর্ক বিপরীতমুখী।" নতুন রাশিয়াকে "আকার দিচ্ছে" এবং বর্তমান সামাজিক অভিশাপগুলি থেকে মুক্তি দিচ্ছে যেসব সামাজিক শক্তি তাদের কর্মতৎপরতা যতই বৃদ্ধি পাবে, যতই একটি নির্দিষ্ট চরিত্র ধারণ করবে, ততই সমালোচনামূলক কল্পনা-বিলাসী সমাজতন্ত্র দ্রুতবেগে তার "কার্যগত মূল্য ও তত্ত্বগত অর্থ হারাবে।"

তলস্তয়বাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও কল্পনাবিলাসী বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তাঁর মতবাদের সমালোচনামূলক উপাদান জনসাধারণের কোন কোন স্তরের কাজে লাগতে পারত। কিন্তু গত দশ বছরে সে উপাদান কাজে লাগতে পারত না, কারণ, দেখুন, গত শতকের অষ্টম দশক থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক অগ্রগতি তো কম হয়নি। আর আমাদের দিনে যখন ওপরের ঘটনাগুলির চাপে "প্রাচ্যের" নিশ্চলতা শেষ হয়ে গেছে, যখন ভেকিবাদীদের সচেতন প্রতিক্রিয়াশীল —সংকীর্ণ-শ্রেণীগত দিক থেকে, স্বার্থপর শ্রেণীগত দিক থেকে যা প্রতি-ক্রিয়াশীল—ধারণাগুলি উদারপন্থী বুর্জোয়াদের মধ্যে এমন বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যখন এইসব ধারণা এক শ্রেণীর আধা-মার্কসবাদীর মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে "বিলুপ্তিবাদী" প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, তখন তলস্তয়ের মতবাদকে আদর্শরূপে চিত্রিত করার কোন চেষ্টা, তাঁর "প্রতিরোধ না করার" মতবাদকে, "পরমাত্মার" কাছে আবেদনকে, "নৈতিক আত্ম-শুদ্ধির" আহ্বানকে, "বিবেক" ও "সর্বজনীন প্রেমের" তত্ত্বকে, কৃচ্ছ্রসাধন, বৈরাগ্য পালন ইত্যাদিকে সমর্থন বা সহনীয় করার কোন চেষ্টা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও সবচেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতিসাধন ছাড়া কিছু নয়।

জভেজদা, ৬ সংখ্যা, ২২শে জানুয়ারি, ১৯১১ স্বাক্ষর : ভি. ইলিন।

টীকা

(১) **ব্যালালাইকিন** ঃ—এম, ই, সালতিকভ-শ্চেদ্রিন রচিত "আধুনিক গাথা"র একটি চরিত্র। বাক্যবাগীশ দুঃসাহসিক মিথ্যাবাদী উদারপন্থীর প্রতীক।

রেচ ঃ—দৈনিক পত্রিকা—বৈধ গণতান্ত্রিক দলের (ক্যাডেট) কেন্দ্রীয় মুখপত্র। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর (৮ই নবেম্বর) পেত্রোগ্রাদ সোবিয়েতের সামরিক বৈপ্লবিক সংস্থা পত্রিকাটিকে দমন করে।

(২) এন, এ, নেক্রাসভ রচিত "রাশিয়ায় সুখী কে" নামক কবিতা থেকে উদ্ধৃত।

(৩) **সংস্কার-পরবর্তী যুগ** ঃ—১৮৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাস-প্রথা বিলুপ্ত হবার পর থেকে।

(৪) **ক্যাডেট (বৈধ-গণতন্ত্রী)** ঃ—উদারপন্থী রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের দল—রাশিয়ার সর্বপ্রধান বুর্জোয়া দল। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয়। গণতান্ত্রিকতার ধোঁকা দিয়ে "গণ স্বাধীনতার" পতাকাবাহী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে এরা কৃষক সমাজকে দলে টানতে চেষ্টা করে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হিসেবে জারতন্ত্রকে বজায় রাখতে এরা ব্যগ্র ছিল। পরবর্তীকালে এরা পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দলে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে বৈধগণতন্ত্রীরা সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র সংগঠিত করে।

(৫) **ক্রুদোভিকি বা শ্রম-চক্র** ঃ—পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি চক্র। প্রথম ডুমার কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯০৬ সালে গঠিত। তাদের দাবি ছিল বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্যের বিলোপ সাধন, পল্লী ও পৌর স্বায়ত্তশাসন-সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণ, ডুমার নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন এবং সর্বোপরি, কৃষি-সমস্যার সমাধান।

(৬) **জনমত দল** ঃ—জার-স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ১৮৭৯ সালে গঠিত একটি গুপ্ত নারদনিক সমিতি। ১৮৬১ সালের ১লা (১৩ই) মার্চ 'নারদনায়া ভলিয়া'র সদস্যদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই জার সরকার এই সমিতিটিকে ভেঙে দেয়। এই ঘটনার পরে অধিকাংশ নারদনিক জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিহার করে এবং আপোষ ও সমঝোতার কথা প্রচার করতে থাকে। নারদবাদের এইসব ধুরন্ধরেরা, ঊনবিংশ শতকের অষ্টম ও নবম দশকের নারদনিকেরা—কুলাক স্বার্থের ধ্বজাধারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'নারদনায় ভলায়া'র ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত পর্যালোচনার জন্য 'সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' (প্রথম পরিচ্ছেদ) দ্রষ্টব্য।

(৭) **কুপন মহোদয়** ঃ—পুঁজি ও পুঁজিদারদের বোঝাবার জন্য গত শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকের রুশ সাহিত্যে এই কথাটি ব্যবহৃত হত। কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্লেব উস্পেনস্কি তাঁর "নিদারুণ পাপ" নামক বইখানিতে।

(৮) **ভেকিবাদী** ঃ—১৯০৯ সালের বসন্তকালে বৈধ-গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রকাশিত ভেকি (পদচিহ্ন) নামক পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী। এদের মধ্যে ছিল এন বার্দায়েভ, এস বুলগাকভ, পি স্ত্রুভ, এম গার্শেনসন এবং প্রতিবিপ্লবী উদারপন্থী বুর্জোয়াদের অন্যান্য প্রতিনিধিরা। রাশিয়ার

বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে ভেকিবাদী লেখকরা বেলিনস্কি চের্নিশেভস্কি প্রমুখ রুশ জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে হেয় করতে চেষ্টা করে, ১৯০৫ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে, "জনগণের রোষ থেকে" "বন্দুক ও গ্রেপ্তারের" সাহায্যে বুর্জোয়া-শ্রেণীকে রক্ষা করবার জন্য জার-সরকারকে অভিনন্দন জানায়। এই লেখকগোষ্ঠী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানায় স্বৈরতন্ত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। ভেকি কর্ম-সূচীর দর্শন ও রাজনীতিকে লেনিন তুলনা করেন 'মস্কোভস্কিয়ে ভেদমস্তি' নামক ব্ল্যাকহাণ্ড্রেডদের পত্রিকার সঙ্গে। তিনি বলেন এই প্রবন্ধ-সংকলন "উদারপন্থী বিশ্বাসঘাতককতার বিশ্বকোষ", "গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত পঙ্ক ধারা।"

(৯) **এ্যাণ্টনি অব বলিনিয়া** ঃ—মেট্রোপলিটান, চরম প্রতি-ক্রিয়াশীল।

(১০) **নোবোয়ে ব্রেমায়া (নবযুগ)** ঃ—প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত-বর্গ ও আমলাতন্ত্রের অন্যতম মুখপত্র। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালে ব্ল্যাক হান্ড্রেডদের মুখপত্রে পরিণত হয়।

(১১) **রুশকিয়ে ভেদমস্তি (রাশিয়ার গেজেট)** ঃ—মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদারপন্থী অধ্যাপকবৃন্দ এবং জেমস্তভোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র। উদারপন্থী জমিদার ও বুর্জোয়াদের স্বার্থের পরিপোষক। ১৯০৫ সালে দক্ষিণপন্থী বৈধ-গণতন্ত্রীদের মুখপত্রে পরিণত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পরে দমন করা হয়।

(১২) **গোলোস মস্কোভি (মস্কোর বাণী)** ঃ—দৈনিক পত্রিকা।

বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও জমিদারগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল দল 'অক্টোবর-পন্থীদের' মুখপত্র। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত মস্কোয় প্রকাশিত হয়।

(১৩) **তৌরিদা প্রাসাদ** :—ডুমার অধিবেশন-ভবন।

(১৪) তৃতীয় ডুমার সোশ্যাল-ডিমোক্রাটিক ডেপুটিদের দ্বারা তলস্তয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত ভি, জি, চার্তকোভ-এর কাছে প্রেরিত নিম্নলিখিত তারবার্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে :—রুশ সর্বহারা-শ্রেণীর তথা সমগ্র আন্তর্জাতিক সর্বহারা-শ্রেণীর মনোভাবের প্রতিধ্বনিত করে ডুমার সোশ্যাল-ডিমোক্রাটিক সদস্য-চক্র প্রতিভাবান শিল্পী, সরকারী গির্জার বিরুদ্ধে অবিচল ও অক্লান্ত সংগ্রামী, স্বৈরতন্ত্র ও ক্রীতদাসত্বের শত্রু, মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদী এবং নির্যাতিতের বন্ধুর মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করছে।"

(১৫) **নাশা জারায়া (আমাদের উষা)** :—বিলোপবাদী মেনশেভিকদের দ্বারা ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে আইনসঙ্গতভাবে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। রাশিয়ার বিলোপ-বাদীদের সমাবেশ-কেন্দ্র হিসেবে পত্রিকাটি কাজ করে।

(১৬) এখানে এবং এর পরেও লেনিনের মনে রয়েছে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রণীত "কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার"।

॥ মার্কসবাদী চিরায়ত সাহিত্য ॥

কার্ল মার্কসের শিক্ষা (৩য় সংস্করণ)—ভি. আই. লেনিন	ছয় আনা
কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার—কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্‌	দশ আনা
সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস	আড়াই টাকা
সোবিয়েত ইউনিয়নের কৃষিনীতির সমস্যাবলী—স্তালিন	চার আনা
মজুরি ও পুঁজি—মার্কস	ছয় আনা
মজুরি দাম মুনাফা—মার্কস	আট আনা
সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়—লেনিন	দেড় টাকা
দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—স্তালিন	ছয় আনা
কী করিতে হইবে—লেনিন	দু'টাকা
এক পা আগে দুই পা পিছে—লেনিন	দু'টাকা চার আনা
অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের কর্মকৌশল—স্তালিন	আট আনা
মার্কসবাদ ও জাতিসমস্যা—স্তালিন	পাঁচসিকা/এক টাকা